মুর্শিদকুলি খাঁর আঙিনায়

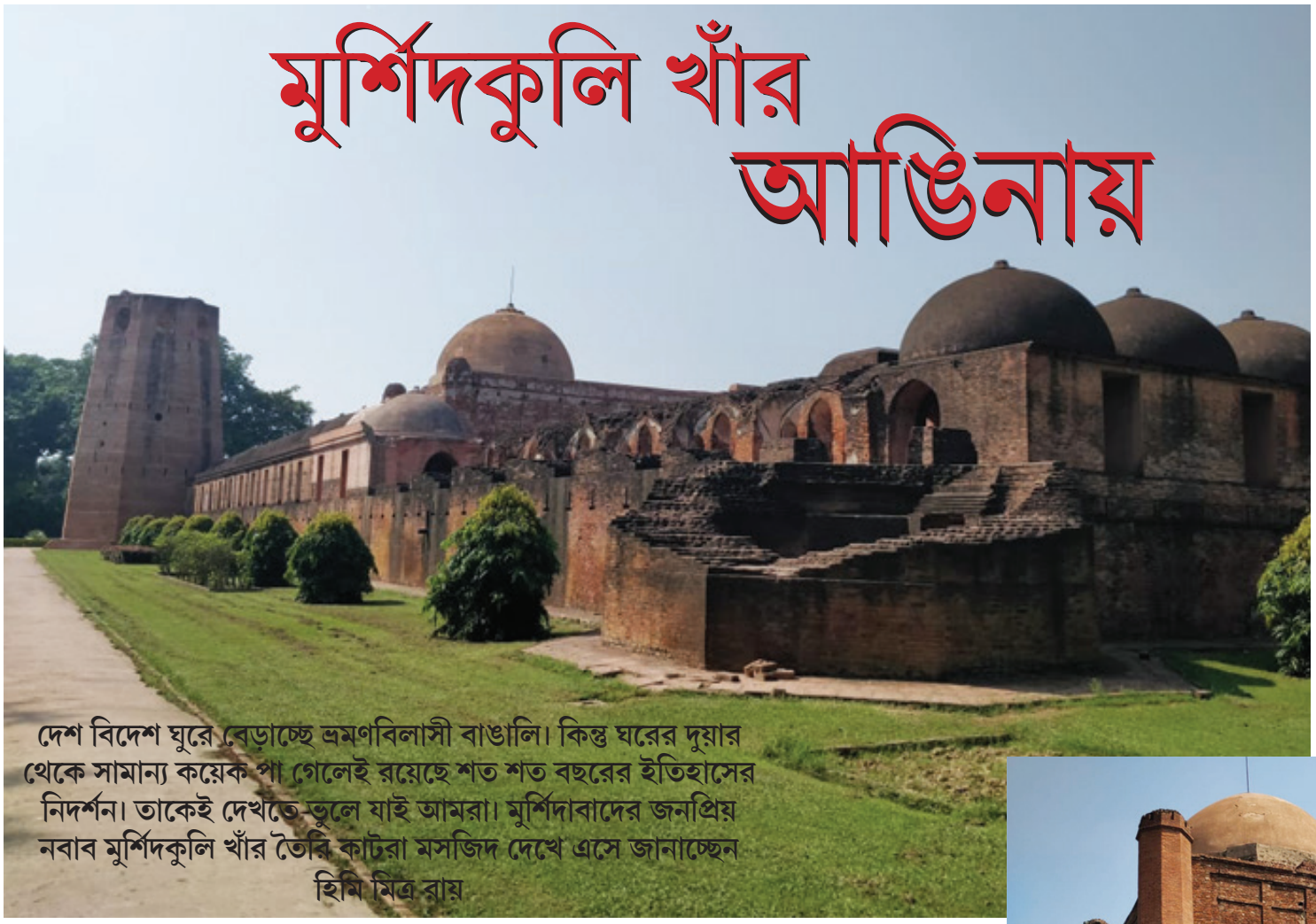

দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে ভ্রমণবিলাসী বাঙালি। কিন্তু ঘরের দুয়ার থেকে সামান্য কয়েক পা গেলেই রয়েছে শত শত বছরের ইতিহাসের নিদর্শন। তাকেই দেখতে ভুলে যাই আমরা। মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর তৈরি কাটরা মসজিদ দেখে এসে জানাচ্ছেন হিমি মিত্র রায়

বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে/বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে/দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা/দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।/দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু।'

আমাদের মতো বাঙালিদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত উক্তিটি। আমরা ঘুরতে ভালোবাসি। সারা বছর একটু একটু করে টাকা জমাই বছরে একবার ঘুরতে যাওয়ার জন্য। আসমুদ্র হিমাচল বাঙালিদের যাতায়াত। ভারতবর্ষের হেন কোনও জায়গা নেই যেখানে বাঙালির পা পড়েনি। তবে আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে আমরা আমাদের রাজ্য বাদ দিয়ে বাকিটা প্রচুর ঘুরেছি। দিল্লি, মহারাষ্ট্র, গোয়া, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম, ওড়িশা, আন্দামান ইত্যাদি। কিন্তু আমার নিজের রাজ্যের সব ক'টি জেলা ঘোরা হয়নি সেভাবে। শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্যি। খুব ইচ্ছে ছিল মুর্শিদাবাদ যাওয়ার, ইতিহাসের প্রতি আমার বরাবরের আকর্ষণ। অবশেষে হঠাৎ করেই সুযোগ এল সেখানে যাওয়ার।

ব্যস, চললাম বোঁচকা বেঁধে সপরিবারে। গিয়েই শুনি সকলের মুখে যে এটা এমন একটা জেলা যেখানে ইতিহাসের এত নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে যে গুনে শেষ হবে না। নামী অনামী বহু দেখার জিনিস চতুর্দিকে। প্রথম দিনই গেলাম কাটরা মসজিদ। মুর্শিদকুলি খাঁর সমাধি রয়েছে এই মসজিদে। বিরাট ঐতিহাসিক নিদর্শন একটি এই মসজিদে। ঢুকেই অন্যরকম এক অনুভূতি হতে বাধ্য। ১৭২৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার প্রথম নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এই মসজিদ তৈরি করেছিলেন। মসজিদের চারপাশের গায়ে প্রদীপ রাখার খাঁজ তৈরি করা রয়েছে, গোটা মসজিদ তখন আলোর মালায় ঢেকে যেত। ইলেকট্রিক লাইট আসার বহু আগে তৈরি এই মসজিদের তখনকার দৃশ্য মনে মনে কল্পনা করে ফেললাম। গুপ্ত রাস্তা রয়েছে, যেটা প্রয়োজনে নবাবের সৈন্যদল বা প্রাসাদের কেউ ব্যবহার করতেন। সে সবই পর্যটকদের দেখার জন্য উন্মুক্ত।

দেখলে ভালো লাগে যে, হিন্দু মন্দিরের মতো এই মসজিদেরও গায়ে কিছু জায়গায় টেরাকোটার কাজ দেখা যায়। এই মসজিদ কিন্তু শুধু মসজিদই নয়, এখানে মাদ্রাসাও ছিল। লেখা আছে যে ৭০০ জন একসঙ্গে এখানে কোরান পাঠ করতে পারতেন । এমনকী দেখা যায় বিরাট মসজিদের মাঝে মেঝেটা এমনভাবে তৈরি করা যেখানে আসন পাতার দরকার পড়ত না, চারকোণা করে এক একজনের জন্য এক একটা আসনের ঘর করা। ২০০০ জন একসঙ্গে নামাজ পড়তে পারতেন। মসজিদের চারকোণে প্রদীপের আলো এমনভাবে সেট করা থাকত আর বেলজিয়াম কাচের ব্যবহারে সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে সম্পূর্ণ নামাজের জায়গাটিকে আলোয় আলোকিত করে দিত। অদ্ভুত সুন্দর লাগে এমন অনেক কিছুই দেখে। অবাক লাগে, যে তখনই তাঁরা প্রযুক্তিতে কত উন্নত ছিলেন।

কাটরা শব্দটি একটি আরবি শব্দ যার অর্থ হল গঞ্জ বা বাজার। নবাব আমলে কিন্তু সপ্তাহে দু'দিন সব্জি বাজার বসত। এখনও এই জায়গার ঠিকানা বলা হয় সব্জি কাটরা মসজিদ। মসজিদের সামনে ও পিছনে যে পিলারগুলি রয়েছে তার মধ্যে উঠে আজান দেওয়া হত বা কখনও কখনও শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করা হত।

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দ্বারা সংরক্ষিত এই মসজিদে কিন্তু কোনও কড়ি বরগা নেই, সম্পূর্ণ ইটের গাঁথনিতে তৈরি এই ঐতিহাসিক নিদর্শন এখনও অতীতের গৌরব বহন করে আসছে।

কথায় আছে, এই নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের এক হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান। তার নাম ছিল সুদর্শন নারায়ণ মিশ্র। তাঁর বয়স যখন ছ'বছর তখন মিনা বাজারে রাতের অন্ধকারে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি হয়ে যান তিনি। ধনী এক বণিক মুর্শিদ আলি সাহেব তাকে কিনে নেন। তাকে বড় করেন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে। তাঁর যখন আঠারো বছর বয়স হয় তখন দিল্লির সে সময়ের সুলতান ঔরঙ্গজেবের সভায় সেনাধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। অতি দক্ষতা দেখানোয় তাকে সেনাপ্রধানে উন্নীত করা হয়। তারপর ধীরে ধীরে ১৭০৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মসনদে বসেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ। তার নাম অনুসারেই মুর্শিদাবাদের নামকরণ।

শোনা যায়, পরের দিকে তিনি জানতে পারেন তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান এবং ধর্মে ফিরে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তা পারেননি। ফলে মারাত্মক হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন এবং ধ্বংসলীলা শুরু করলেন মন্দির ও হিন্দু ধর্মস্থানে। পরে তাঁর গভীর অনুশোচনা হয় এবং বলেন তার মৃত্যুর পর তাঁকে যেন এই মসজিদের ভিতর কবর দেওয়া হয় যাতে তার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। প্রায়শ্চিত্ত করতেই তাঁর এই ইচ্ছে। এ সমস্ত কিছুই শোনা কথা। এখনও গেলে দেখতে পাওয়া যাবে নবাবের কবর।

আজিমুন্নেসার সমাধি

কাটরা মসজিদের অদূরেই অবস্থিত আজিমুন্নেসার সমাধি। তিনি ছিলেন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা ও সুজা খাঁর স্ত্রী। কথিত আছে, একবার তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন হেকিম সাহেব তাকে নিদান দেন যে একটি শিশুর কলিজা অর্থাৎ লিভার দিয়ে তৈরি ওষুধ রোজ খেলে উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁকে এই ওষুধ দেওয়া হত। পরে বেগম সাহেবা সুস্থ হয়ে উঠলেও নাকি মানবশিশুর কলিজায় আসক্ত হয়ে পড়েন। শোনা যায়, তাঁর পিতা অর্থাৎ মুর্শিদকুলি খাঁর কানে কথাটা এলে তিনি কন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার নির্দেশ দেন। তবে তথ্য বলে যে পিতার মৃত্যুর পাঁচ বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়, ফলে সন্দেহ রয়ে যায়। আজিমুন্নেসা কলিজাখাকি নামেও পরিচিত। একবার গিয়ে দেখে আসাই যায় এই সমস্ত নিদর্শন যার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে ইতিহাসের নানান গল্প।

জেনে নিন–

অনেক ইতিহাসের সাক্ষী কাটরা মসজিদ ঘুরতে হলে আসতে হবে মুর্শিদাবাদ। ট্রেনে বা বাসে মুর্শিদাবাদ পৌঁছে রিকশা বা অ্যাডভেঞ্চার করতে হলে টাঙ্গা ভাড়া করে নিতে হবে। রেল স্টেশনের কাছে জেলখানার দিকে গিয়ে রেললাইনের পূর্বদিকেই এই মসজিদ।

plan করুন

হামির উৎসব

ভারতবর্ষের সব থেকে আরামদায়ক আবহাওয়া, মন্দির, প্রাকৃতিক দৃশ্য, পিকনিক স্পট, দোকান বাজার, কেনাকাটা নিয়েই হিমাচল প্রদেশ।সারা বছরই প্রকৃতি তার হিম আঁচল বিছিয়ে রেখেছে পর্যটকদের জন্য। শুধু গরমকালে নয়, সারা বছরই ভ্রমণার্থীরা হিমাচলের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে ছুটে যান এর প্রকৃতিকে উপভোগ করতে।

সেই সঙ্গে সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকম উৎসবে মেতে থাকেন হিমাচলবাসী। প্রতি ঋতু ধরে ধরে ঋতুভিত্তিক উৎসব হয় এই রাজ্যে।

হিমাচলেরই এক কম খ্যাত জায়গা হামিরপুর। কিন্তু প্রতি নভেম্বরে এই জায়গাটি সারা ভারতের মানুষের কাছে অতি পরিচিত হয়ে ওঠে, তার উৎসবের কারণে। হামির উৎসব এই জেলার মানুষের কাছে তো বটেই সারা রাজ্যের শুধু নয় সারা দেশের হাজার হাজার মানুষের কাছে দারুণ জনপ্রিয়।

অন্যান্য উৎসবের মতোই এই উৎসবের মূল উপজীব্য হল স্থানীয় লোকশিল্প। হামিরপুর জেলার শুধু নয়, সমস্ত হিমাচল রাজ্যের এবং রাজ্যের বাইরে থেকেও শিল্পীরা আসেন তাঁদের নাচ, গান, হস্তশিল্পের সম্ভার নিয়ে।

নাচ, গান ছাড়াও পর্বতারোহণ, প্যারা গ্লাইডিং, ট্রেকিং, মৎস্য শিকারের মতো অ্যাডভেঞ্চারও যুক্ত হয় এই হামির উৎসবে। এই উৎসবের মুখ্য আকর্ষণ হল যাত্রাপালা প্রদর্শন। সমস্ত রাজ্যের কাছে হামিরপুরের অস্তিত্ব রক্ষা এবং তার ঐতিহ্যবাহী শিল্প সংস্কৃতি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই উৎসব অগ্রগণ্য।

এই বছর চারদিন ব্যাপী হামিরপুর উৎসবের সময় হল ৮ থেকে ১১ নভেম্বর।